দৈনিক সংবাদ

তারিখ 2 8 DEC 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

029

ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষের কৈফিয়ত কি ?

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

কেন্দ্র সচিবের ভুল ধরা পড়ার পরও ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রথম বিভাগের নম্বর পাওয়া একজন ছাত্রের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ফেলে রেখেছে। পত্র-পত্রিকায় লেখা-লেখি ও দেন-দরবার সত্ত্বেও ভুল রিপোর্টের ভিত্তিতে গৃহীত ভুল সিদ্ধান্ত বাতিল করে ছাত্রটির ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। উল্লেখ করা যেতে পারে, কেন্দ্র সচিবের অভিযোগের ভিত্তিতে এর আগে উক্ত ছাত্রটির পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত ও তিন বছরের জন্য তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

টাঙ্গাইল উপজেলার হারিয়া

(৭-এর পাতায় দেখুন)

কৈফিয়ৎ কি ?

(১ম পাতার পর)

ওয়াশী পাইকপাড়া এস, ইয়াসিন এণ্ড ইউনুস খান উচ্চ বিদ্যালয় হতে মোনায়েম খান নামক উক্ত ছাত্রটি ১৯৮৮ সালে এস, এস, সি পরীক্ষা দিয়েছিল। কেন্দ্র সচিব মৃধা হাসান আলী পরীক্ষা চলাকালে বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে একটি অভিযোগ পাঠায়। এই অভিযোগে মোনায়েম খান ইসলামিয়াত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বাইরে পাঠিয়ে অতিরিক্ত সুবিধা পাবার চেষ্টা করেছে বলে উল্লেখ ছিল।

ফলাফল প্রকাশের সময় দেখা যায় মোনায়েম খানের রোল নম্বর নেই। খোঁজাখুঁজির পর জানা গেল যে, মোনায়েম খান পরীক্ষায় ৬৬৪ নম্বর পেয়েছে। কিন্তু 'রিপোর্টেড' তালিকাভুক্ত বলে বোর্ড তার ফলাফল স্থগিত করেছে।

পরে মোনায়েম এবং তার অভিভাবকরা কেন্দ্র সচিব ও বোর্ড কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে। কেন্দ্র সচিব গত ১৭ই সেপ্টেম্বর বোর্ডের প্রধান নিয়ন্ত্রককে এক চিঠিতে জানান যে, মোনায়েম খান প্রকৃতপক্ষে তার প্রশ্নপত্র বাইরে পাঠিয়ে দেয়নি। ভুলক্রমে তার রোল নম্বরটি রিপোর্টেড তালিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

কেন্দ্র সচিবের লিখিতভাবে ভুল স্বীকার সত্ত্বেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ মোনায়েমের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাতিল ও তার পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করছে না বলে অভিভাবকদের অভিযোগ।